গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

পল্লী অঞ্চল

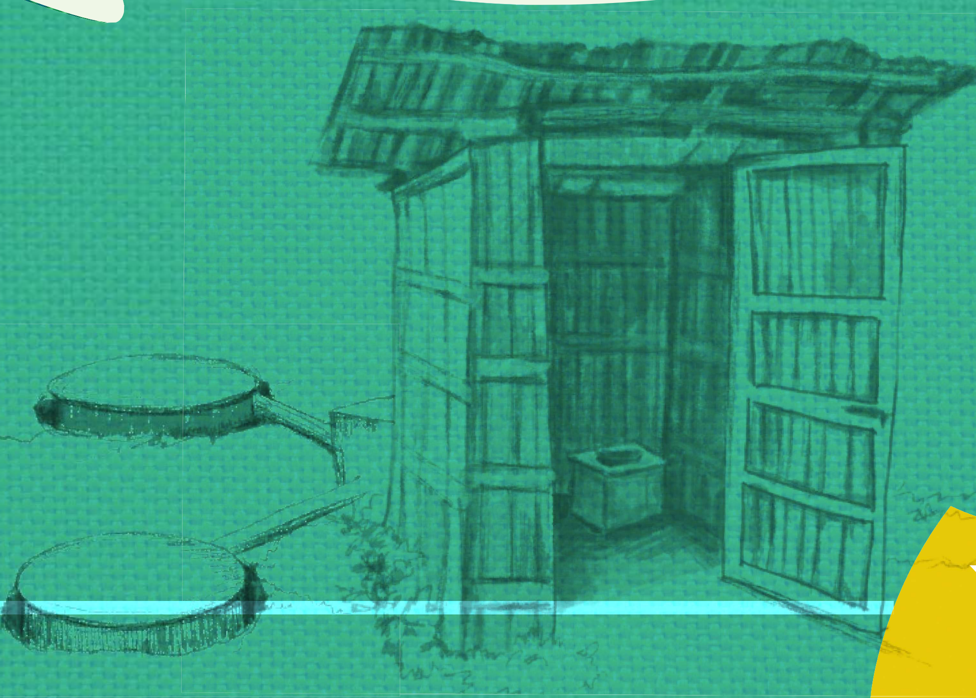

মার্চ ২০২০

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে
জাতীয় কর্মপরিকল্পনা
(পল্লী অঞ্চল)

প্রকাশক

পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতায়

টেকনিক্যাল: আইটিএন-বুয়েট
আর্থিক: জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন

প্রকাশকাল

মার্চ ২০২০

প্রস্তুতকরণ

স্থানীয় সরকার বিভাগ নিযুক্ত কার্যকর কমিটি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কপিরাইট

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এই প্রকাশনাটি আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে যেকোনো মাধ্যমে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

পল্লী অঞ্চল

মার্চ ২০২০

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীন পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেক্টরের জন্য 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চল, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও মেগাসিটি ঢাকার জন্য পৃথক পৃথক "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি সরকারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। এই লক্ষ্য সামনে রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এই কর্মপরিকল্পনায় 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' বাস্তবায়নের একটি পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এটি একটি সমন্বিত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে এবং প্রত্যাশিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-6.2) অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গত কয়েক দশক ধরে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। এখন প্রয়োজন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আলোকে আরো সুসংহত ও কার্যকর করা। জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' বাস্তবায়নের এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কার্যকরী ও সময়োচিত বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, এই কর্মপরিকল্পনাটি একটি ব্যাপক ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৃণমূল থেকে নীতিনির্ধারক পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি সত্যি উৎসাহব্যাঞ্জক যে, ডকুমেন্টটি প্রণয়নে গৃহীত অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়াটি একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে, যা সুশাসনের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সরকারি অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতিকে এগিয়ে নেবে বলে আমার বিশ্বাস।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের পাশাপাশি যুগপৎভাবে এ কাজে নিয়োজিত ওয়ার্কিং কমিটি, বিষয়ভিত্তিক সাব-কমিটি, টেকনিক্যাল সাপোর্ট কমিটি, এলসিজি সাব-গ্রুপ সহ বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সেক্টর প্রফেশনালগণ, জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম এবং সর্বপরি স্থানীয় সরকার বিভাগের অবদানের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য ভূমিকা-সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। আমি আশাবাদী যে, আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগীগণ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করবেন এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন। দেশে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই পয়ঃনিষ্কাশন সেবা নিশ্চিত করতে আমরা সক্ষম হব যা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৬.২ অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে আমাদের ব্যাপক অগ্রগতি সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে আমাদের অর্জন বিশেষভাবে ঈর্ষণীয়। সম্প্রতি আমরা মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। যা আমাদের জাতীয় বৃৎপত্তি ও সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী পরিকল্পনা ও সঠিক নেতৃত্বে সম্ভবপর হয়েছে।

পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা ও সংকট অতিক্রমে আমাদের সাফল্য এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে ১৯৯০ সালে দেশে জনসংখ্যার কমপক্ষে ৩৪% উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগে অভ্যস্ত ছিল, সেখানে বর্তমানে সেই হার শূণ্য শতাংশে নামিয়ে আনা একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও জনগনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

দেশে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার শুণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হলেও পরিবেশে পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের ফলে আমাদের সকল অর্জন এখন হুমকির মুখে। স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে প্রণীত হয়েছে 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো'। পল্লী অঞ্চল, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং মেগাসিটি ঢাকার জন্য পৃথক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই আইনি কাঠামোগুলি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আমি মনে করি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন একটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৬ অর্জনে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আমাদেরকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের পথপরিক্রমায় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন (safely managed sanitation) অর্জনের ক্ষেত্রে এই কর্মপরিকল্পনা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সর্বাত্মক সহায়ক হবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীবৃন্দকে তাদের সর্বাত্মক সহায়তার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' অনুযায়ী কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন অবস্থার উন্নয়নকল্পে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৬.২ অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ

অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অনুক্রমণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। সেক্টরের চাহিদা অনুযায়ী এই আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন দেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) ৬.২ অর্জনে এই কর্মপরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে আমাদের সাফল্য অনেক। তারপরও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ফলপ্রসু ও সময়োচিত পদক্ষেপ।

আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব মো. তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কে, যার গতিশীল নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে কাজটি যথাযথভাবে ও যথাসময়ে সম্পন্ন করতে।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করছি জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতি যার উপদেশ এবং সহায়তায় এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশনা পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত থেকে এই কাজটি সুসম্পন্ন করার পেছনে সর্বাধিক ভূমিকা রাখায় এবং এই বিশেষায়িত কাজের জন্য আইটিএন-বুয়েট এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীসহ আইটিএন এর সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে সক্রিয় অবদান, আন্তরিক পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদানের জন্য সেক্টর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. মোঃ মুজিবুর রহমান এর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদেরকে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা ও অবদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ, ইউনিসেফ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এবং সেক্টর প্রফেশনালসগণকে তাঁদের অবদানের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইহা অপূর্ণ থেকে যাবে যদি আমি পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং বর্তমান পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব কাজী আশরাফ উদ্দীন-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করি, যাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় এ কাজটির সফল সমাপ্তি হয়েছে।

আমি সর্বাত্মক আশাবাদী যে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এসডিজি ৬.২ অর্জনে এবং দেশে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গতিশীল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মোঃ জহিরুল ইসলাম

ITN-BUET
Centre for Water Supply and Waste Management

MUJIB 100 মুজিব শতবর্ষ

পরিচালক
আইটিএন-বুয়েট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়ন করে। পরবর্তীকালে, এই কাঠামোটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন মাসে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার মাধ্যমে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান- ন্যাপ) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের (জাতীয় ও স্থানীয়) জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের চলমান এবং ভবিষ্যত পদক্ষেপগুলির কার্যকরী বাস্তবায়ন ও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লীঅঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকা) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কাঠামো রয়েছে, সেহেতু এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পৃথক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে সারা দেশে এফএসএম সেবা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো গৃহীত হয়েছে। সারা দেশে এফএসএম অবকাঠামো এবং বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার তথ্যের উপর ভিত্তি করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সদস্য এবং স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় আইআরএফ-এফএসএম প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো তৈরিতে নেতৃত্ব প্রদান করা আইটিএন-বুয়েট-এর জন্য একটি অত্যন্ত সম্মানের বিষয়।

আইটিএন-বুয়েট এই বিষয়ে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এলজিডি'র পানি সরবরাহ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম'কে কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে ন্যাপ চূড়ান্তকরণে তার মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এলজিডি'র পিএসবি'র নিবিড় সহযোগিতা ব্যতিত এই প্রচেষ্টা সফল হত না। কার্যনির্বাহী কমিটি'র সহ-সভাপতি জনাব ড. মো. মুজিবর রহমান-এর অবদানের জন্য আইটিএন-বুয়েট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও ব্যাংকসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, বেসরকারি উদ্দ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞসহ যারা এই ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে তাদের মূল্যবান সময়, দক্ষতা, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতাসহ বিভিন্ন ভাবে অবদান রেখেছেন, আমরা তাদের প্রতি বাধিত রইলাম।

আমরা আন্তরিক ভাবে আশা করি যে জাতীয় পরিকল্পনাগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি ৬.২-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণে সহায়ক হবে।

ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলী
অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট

বিষয় সূচি

নির্বাহী সারসংক্ষেপ ১

১. ভূমিকা ২

২. পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন ৫

২.১ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দায়িত্বসমূহ ৫

২.২ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থা ৮

২.৩ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ ৮

২.৪ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা ৯

২.৫ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পুনর্ব্যবহার ৯

২.৬ দক্ষতাবৃদ্ধি (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং) ৯

২.৬.১ জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ৯

২.৬.২ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ১১

২.৭ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ১১

২.৮ প্রযুক্তিগত সহায়তা ১২

২.৯ তহবিল সংগ্রহ/আর্থিক সহায়তা ১২

৩. জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা ১৩

৪. উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা ১৭

৫. সম্ভাব্য বাজেট ২১

৫.১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট ২১

৫.২ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট ২২

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের ১৬তম সভায় বাংলাদেশের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাঠামোটি ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বগুলি তুলে ধরে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী অঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকার জন্য আলাদাভাবে এই কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

এই কাঠামোটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন মাসে পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) এর সহায়তায় সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। পল্লী অঞ্চলের আইআরএফ-এফএসএম বাস্তবায়নের এই কর্মপরিকল্পনাটি উক্ত উদ্যোগের একটি ফসল।

পল্লী অঞ্চলের জন্য প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি মূলত ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সমগ্র পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে "পল্লী অঞ্চল" বলতে মেগাসিটি ঢাকা, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতীত বাকি সব এলাকা বোঝানো হয়েছে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় এবং উপজেলা/ইউনিয়ন উভয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক, আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের বর্তমান দায়িত্বসমূহ বিবেচনা করে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং পয়ঃবর্জ্য সেবাপ্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে সহায়তা করা। সেই সাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহও এই কর্মপরিকল্পনাটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অদূর ভবিষ্যতে নগরে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে পল্লী অঞ্চলসমূহকে দুইটি ক্লাস্টার-এ বিভক্ত করা হয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সামর্থের বিবেচনায় প্রতি তিন বছর অন্তর এই কর্মপরিকল্পনাটি পর্যালোচনা ও পরিমার্জনের সুপারিশ করা হয়েছে।

এই কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত জাতীয় এবং স্থানীয় (উপজেলা/ইউনিয়ন) পর্যায়ের কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি বাস্তবায়নে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সর্বাত্মক সহযোগিতা আবশ্যক। এই কাঠামোটির বাস্তবায়নে জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এই আর্থিক চাহিদা নির্ধারিত হবে এবং সামগ্রিক অগ্রগতি বিবেচনায় তা সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে। এই কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় পর্যায়ের জন্য প্রথম তিন বছরের (২০১৯-২০২১) এবং উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ের জন্য বারো বছরের (২০১৯-২০৩০) একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহের সহায়তায় এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করবে এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটির সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সাপেক্ষে এই কর্মপরিকল্পনাটি পরিমার্জন করবে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ের কমিটিসমূহ এই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রস্তাবিত বাজেটটি মূল্যায়ন ও সংশোধন করবে।

১ ভূমিকা

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের ১৬তম সভায় বাংলাদেশের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি)-এর পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) সেক্টর স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করার মূলধারণা ও এসডিজি ৬.২ এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছে। এই কাঠামোটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বগুলি তুলে ধরে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী অঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকার জন্য আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে।

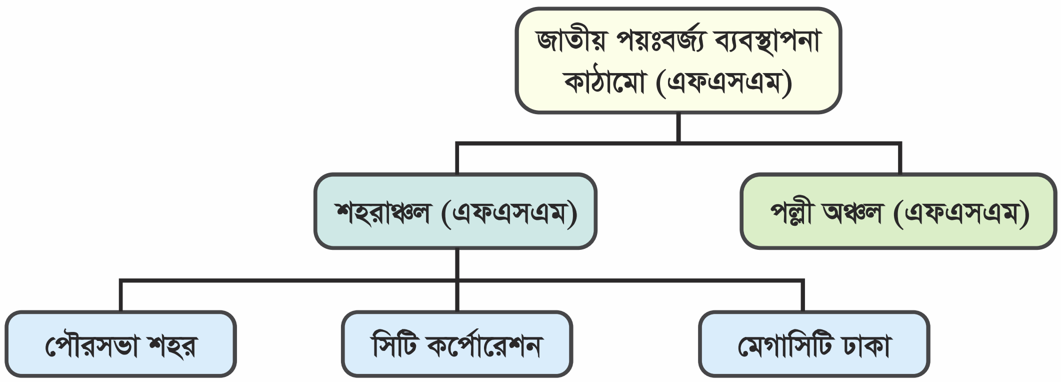

চিত্র ১: বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক জাতীয় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো

পরবর্তীকালে, এই কাঠামোটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন মাসে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি সংস্থার সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার মাধ্যমে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান - ন্যাপ) প্রস্তাব করা হয়।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটির দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের চলমান এবং ভবিষ্যত পদক্ষেপগুলির কার্যকরী বাস্তবায়ন ও দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ীত্বের জন্য এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করবে। যেহেতু বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী অঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকা) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কাঠামো রয়েছে, সেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পৃথক জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজন। এখানে পল্লী অঞ্চলসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলের এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি মূলত ৬৪টি জেলার অধীনস্থ পল্লী অঞ্চলসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে, যেটি ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। পল্লী অঞ্চলের জন্য আইআরএফ-এফএসএম এর নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ হলোঃ

(ক) পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ

(খ) কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং স্টেকহোল্ডার, বিশেষ করে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব সনাক্ত করা

এই ন্যাপে উল্লেখিত প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বগুলো মূলত প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন,২০০৯ এবং উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ এবং ২০১১ তে সংশোধিত) এর ভিত্তিতে প্রস্তাবিত, যা সকল ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে নির্দেশক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে প্রযোজ্য। উপরন্তু, ন্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে ২১ জানুয়ারী ২০১৩ (১৪ মার্চ ২০১৩ তে সংশোধিত) তারিখের ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সম্পর্কিত সরকারি প্রজ্ঞাপনটি বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া উপজেলা/ইউনিয়ন ওয়ার্ড পর্যায়ে বিদ্যমান ওয়াটসান (WATSAN) কমিটির দায়িত্বসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

এই ন্যাপ-এ “পল্লী অঞ্চল” বলতে মেগাসিটি, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার বাইরের সব এলাকা বোঝানো হয়েছে। এই এলাকা সমূহকে ভবিষ্যৎ নগরায়ন হওয়ার সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে দুইটি ক্লাস্টার-এ বিভক্ত করা হয়েছেঃ

- **ক্লাস্টার এঃ** পৌরসভা নয় এরূপ শহর-সদৃশ এলাকা, গ্রোথ সেন্টারসমূহ
- **ক্লাস্টার বিঃ** অন্যান্য পল্লী অঞ্চলসমূহ

পল্লী অঞ্চলের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলি হলো: (ক) নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো; (খ) নিরাপদভাবে পিট খালিকরণ অনুশীলনের প্রসার (যেমনঃ পিট খালিকারকদের নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম এবং যান্ত্রিক পদ্ধতির (যেমনঃ পাম্প) ব্যবহার চালু করা; (গ) নিরাপদভাবে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার প্রসার (যেমনঃ পরিশোধন বা গর্ত/পরিখা খনন করে মাটি চাপা দেওয়া); এবং (ঘ) অনিরাপদ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ বন্ধ/হ্রাস করতে যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার (যেমনঃ টুইন-পিট ল্যাট্রিন, নিরাপদ পদ্ধতিতে মাটি চাপা দেয়ার ব্যবস্থা সম্বলিত সিঙ্গেল-পিট ল্যাট্রিন এবং অন্যান্য নতুন প্রযুক্তি)। যদিও, অধিকাংশ পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ এবং পরিশোধন) চালু করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে, কিন্তু নিরাপদ পদ্ধতিতে পিট হতে বর্জ্য খালিকরণ এবং অপসারণসহ কিছু কিছু ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে চালু করা প্রয়োজন।

পল্লী অঞ্চলের দুইটি ক্লাস্টারে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে যে প্রযুক্তিগত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হবে সেগুলো কনটেইনমেন্টের ধরন, পরিবহণ সুবিধা এবং পরিশোধন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ভিন্ন হতে পারে। টেবিল ১-এ দুই ক্লাস্টারের জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে প্রস্তাবিত পদ্ধতিগুলি দেখানো হয়েছেঃ

টেবিল ১ঃ পল্লী অঞ্চলের দুই ক্লাস্টারে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তিগত পদ্ধতিসমূহ

<table>
<tr><th>উপাদান</th><th colspan="2">ক্লাস্টার এ</th><th colspan="2">ক্লাস্টার বি</th></tr>
<tr><td>কনটেইনমেন্ট</td><td>সেপটিক ট্যাংক</td><td>• টুইন পিট পোর ফ্ল্যাশ ল্যাট্রিন বা অফ-সেটসহ অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা
• নিরাপদ পদ্ধতিতে মাটি চাপা দেয়ার ব্যবস্থা সম্বলিত সিঙ্গেল পিট ল্যাট্রিন</td><td>সেপটিক ট্যাংক</td><td>• টুইন পিট পোর ফ্ল্যাশ ল্যাট্রিন বা অফ-সেটসহ অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা
• নিরাপদ পদ্ধতিতে মাটি চাপা দেয়ার ব্যবস্থা সম্বলিত সিঙ্গেল পিট ল্যাট্রিন</td></tr>
<tr><td>পিট খালিকরণ (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ)</td><td>যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট খালিকরণ ট্রাক, ঢাকনাযুক্ত কন্টেইনার সহ বহনযোগ্য পিট খালিকরণ যন্ত্র</td><td rowspan="3">• সিঙ্গেল পিট ল্যাট্রিন এর ক্ষেত্রে নিয়মিত ও নিরাপদভাবে পিট খালি করার পর নিরাপদ ভাবে মাটি চাপা দেয়া</td><td>ঢাকনাযুক্ত কন্টেইনার সহ বহনযোগ্য পিট খালিকরণ যন্ত্র</td><td rowspan="3">• সিঙ্গেল পিট ল্যাট্রিন এর ক্ষেত্রে নিয়মিত ও নিরাপদভাবে পিট খালি করার পর নিরাপদ ভাবে মাটি চাপা দেয়া</td></tr>
<tr><td>পরিবহণ</td><td>ছোট ট্রাক, ছোট ভ্যান</td><td>ছোট ভ্যান</td></tr>
<tr><td>পরিশোধন</td><td>বিকেন্দ্রীভূত/এলাকা ভিত্তিক পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা, ডিওয়াটস (DEWATS) বা গর্ত/পরিখা খনন করে নিরাপদ ভাবে মাটি চাপা দেয়া।</td><td>নিরাপদ ভাবে মাটি চাপা দেয়া</td></tr>
<tr><td>উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার</td><td colspan="4">সার/ মাটি কন্ডিশনার/ অন্যান্য নিরাপদ ব্যবহার (নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত করে)</td></tr>
</table>

এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পল্লী অঞ্চলের আওতাভূক্ত সকল এলাকায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুই ক্লাস্টারের অধীনে কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা প্রতি তিন বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হবে। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সাপেক্ষে এই কর্মপরিকল্পনাটি পর্যালোচনা এবং সংশোধন করা যেতে পারে। এটি বাস্তবায়নের জন্য পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন ক্লাস্টারের যেসব প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা টেবিল ২-এ বর্ণনা করা হলো:

টেবিল ২- ক্লাস্টারভিত্তিক পল্লী অঞ্চলের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

ক্লাস্টার	পল্লী অঞ্চলের ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ মাইলস্টোন			
		(২০১৯-২০২১)	(২০২২-২০২৪)	(২০২৫-২০২৭)	(২০২৮-২০৩০)
এ	পৌরসভা নয় এরূপ শহর সদৃশ এলাকা, গ্রোথ সেন্টারসমূহ	• নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা • দক্ষতা বৃদ্ধি • টুইন পিট ল্যাট্রিন, মাটিচাপা দেয়ার ব্যবস্থাসহ সিঙ্গল পিট ল্যাট্রিন বা অফ-সেটসহ অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্প প্রযুক্তির প্রচারণা • অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্যরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার ও প্রচারনা • নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/মাটি চাপা দেয়া	• সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলমান রাখা • দক্ষতা বৃদ্ধি চলমান রাখা • টুইন পিট ল্যাট্রিন, বা অফ-সেটসহ অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্প প্রযুক্তির প্রচারণা • অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্যরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ • বিকেন্দ্রীভূত/এলাকাভিত্তিক পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা, ডিওয়াটস (DEWATS) এর প্রবর্তন (যেখানে প্রযোজ্য) • নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/মাটি চাপা দেয়া	• পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান রাখা ও ধারাবাহিকভাবে হালনাগাদকরণ • টুইন পিট ল্যাট্রিন, বা অফ-সেটসহ অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্প প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ • নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/ মাটিচাপা দেয়া/ পরিশোধন নিশ্চিতকরণ	• পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান রাখা ও ধারাবাহিকভাবে হালনাগাদকরণ
বি	অন্যান্য পল্লী অঞ্চলসমূহ	• নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা • দক্ষতা বৃদ্ধি • টুইন পিট ল্যাট্রিন, মাটিচাপা দেয়ার ব্যবস্থাসহ সিঙ্গেল পিট ল্যাট্রিন বা অফ-সেটসহ অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্প প্রযুক্তির প্রচারণা • অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্যরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার ও প্রচারণা • নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/মাটি চাপা দেয়া/ পরিশোধন নিশ্চিতকরণ	• সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলমান রাখা • দক্ষতা বৃদ্ধি চলমান রাখা • টুইন পিট ল্যাট্রিন বা অফ-সেটসহ অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্প প্রযুক্তির প্রচারণা • অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্যরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার ও প্রচারণা • নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/মাটি চাপা দেয়া/ পরিশোধন নিশ্চিতকরণ	• পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান রাখা ও ধারাবাহিকভাবে হালনাগাদকরণ • টুইন পিট ল্যাট্রিন বা অফ-সেটসহ অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্প প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ • অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্যরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ • নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/মাটি চাপা দেয়া/ পরিশোধন নিশ্চিতকরণ	• পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান রাখা ও ধারাবাহিকভাবে হালনাগাদকরণ • নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/মাটি চাপা দেয়া/ পরিশোধন নিশ্চিতকরণ

২ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন

এই ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যানটির (ন্যাপ) প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের সকল পল্লী অঞ্চলব্যাপী বিভিন্ন ধাপে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোর বাস্তবায়ন সহজতর করা। এই কর্মপরিকল্পনাটির আওতায় শুধুমাত্র অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহণকারী অঞ্চলসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে। এই অধ্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোর জন্য গঠিত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২.১ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দায়িত্বসমূহ

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অনিরাপদ পদ্ধতিতে পিট খালি করার ক্ষতিকর প্রভাব, যত্রতত্র উপায়ে অপসারণ এবং প্রযুক্তিগত বিকল্পসমূহের (যেমনঃ টুইন পিট ল্যাট্রিন) বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহে (ইউপি) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা এবং নিরাপদ পদ্ধতিতে পিট খালি করা ও অপসারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং দক্ষ জনবল উভয়ের অভাব রয়েছে। এতদসত্ত্বেও ওডিএফ (খোলা জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত এলাকা) স্ট্যাটাস অর্জনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের ধারাবাহিকতায় ইউনিয়ন পরিষদসমূহ, উপজেলা পরিষদ, ডিপিএইচই, এনজিও এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে মিলিতভাবে পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিদ্যমান বিধি, প্রবিধান এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, উপজেলা পরিষদ এবং পরিষদের ওয়ার্ড কমিটিকে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০১০ সালে সংশোধিত) (যা "ইউপি আইন, ২০০৯" বলে বিবেচিত)- এর ৪৭ ধারার ১ উপ-ধারা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ, পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইউপি আইনের ৪৫ ধারা অনুসারে, দায়িত্বসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ "স্যানিটেশন, ওয়াটার সাপ্লাই ও ড্রেনেজ" বিষয়ক কমিটিসহ কয়েকটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে। যদিও ইউপি আইন, ২০০৯ এ "ফিকাল স্লাজ" কথাটি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই, তথাপি এটা পরিষ্কার যে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ইউপি ও এর ওয়ার্ড কমিটিসমূহ, উপজেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট ওয়াটসান কমিটিসমূহের উপর বর্তায়।

ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউডিসিসি) সম্পর্কিত ২১ জানুয়ারি ২০১৩ (সংশোধিত ১৪ মার্চ,২০১৩) তারিখের সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ইউনিয়ন পরিষদের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব ইউডিসিসি পালন করবে। ইউনিয়ন পরিষদে বরাদ্দকৃত রাজস্ব অর্থ দিয়ে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা কার্যচূড়ান্ত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ওয়ার্ডের সদস্যবৃন্দ, সচিব এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে সুপারিশ করা হয়েছে প্রকল্পের বাজেটের অন্তত ১৫% থেকে ২০% অর্থ পানি সরবরাহ, ল্যাট্রিন, স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ করতে হবে।

অধিকন্তু, ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়াটসান কমিটিকে (যা ২০০৭ সালে সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুসারে গঠন করা হয়) ওয়াশ (ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন) সেক্টরের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ওয়াশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং ডিপিএইচইকে সহায়তা; ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড কমিটি, এনজিও ও অন্যান্যদের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করা; এলজিডির অধীনে বাস্তবায়িত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা; এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ওয়াটসান কমিটিসমূহের দায়িত্ব হলো ইউনিয়ন-পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা; ওয়াশ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে ডিপিএইচই কে সহায়তা প্রদান করা; এবং পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প গ্রহনে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো বাস্তবায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ অবশ্যই "স্যানিটেশন, ওয়াটার সাপ্লাই ও ড্রেনেজ" সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা না হয়ে থাকে)। এই কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। এছাড়াও, ইউনিয়ন পরিষদ স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রয়োজন স্বাপেক্ষে কমিটিতে কোন বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। যখন কোন ইউনিয়ন পরিষদ সম্পূর্ণ এফএসএম সেবা চেইন (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ এবং পরিশোধন) প্রবর্তন করবে, তখন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কাছাকাছি যে সকল পৌরসভায় এই ধরণের সেবাগুলি রয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হওয়ার জন্য ঐ পৌরসভা(সমূহ)সহ একটি "যুগ্ম কমিটি"গঠন করতে পারবে। অন্তর্ভূক্তিমূলক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারি সংস্থাসমূহ, আন্তর্জাতিক/স্থানীয় এনজিও, কমিউনিটি এবং বেসরকারি সেক্টরের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমিটিসমূহ যখন ইউনিয়ন এলাকাগুলোতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করবে, তখন উপজেলা পরিষদের কমিটিসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতিরেকে উপজেলা সীমানার আওতাধীন অন্যান্য এলাকাগুলো (পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং মেগাসিটি ঢাকা ব্যতীত) নিয়ে কাজ করবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিসমূহের (ইউনিয়ন পরিষদ স্ট্যান্ডিং কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ ওয়াটসান কমিটি এবং ওয়ার্ড লেভেল ওয়াটসান কমিটি) সাথে উপজেলা পর্যায়ের কমিটির (উপজেলা পরিষদ ওয়াটসান কমিটি) সমন্বয় সাধনের দায়িত্বটি জাতীয় পর্যায়ের কো-অর্ডিনেশন কমিটি পালন করবে।

জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ তার সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি)] সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও, ২০৩০ সাল নাগাদ সকল পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম (এনএফডব্লিউএসএস) এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ, সংশ্লিষ্ট সংস্থামূহের (ডিপিএইচই এবং এলজিইডি) মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সাহায্য এবং আইন, নীতিমালা, কৌশল ও নির্দেশিকাসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে পল্লী অঞ্চলসমূহকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি **এফএসএম কো-অর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি** গঠন করা হবে। এই কমিটি ইউপি এর জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন, সামগ্রিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে সাহায্য করা, দক্ষতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা করবে। এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম এবং এফএসএম সাপোর্ট সেলকে সহায়তা করার পাশাপাশি নিয়মিত পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করবে। এই কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর নিকট নিয়মিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করবে এবং জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত অবগত করবে। এসব কাজে সকল স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা হবে।

এফএসএম সাপোর্ট সেল, জাতীয় পর্যায়ে এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের কাজে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা, এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সহায়তা দেয়া এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহকে (যেমনঃ ইউনিয়ন পরিষদ, ডিপিএইচই, এলজিইডি এবং স্থানীয়/আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা) প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা এফএসএম সাপোর্ট সেলের কাজের আওতাধীন থাকবে।

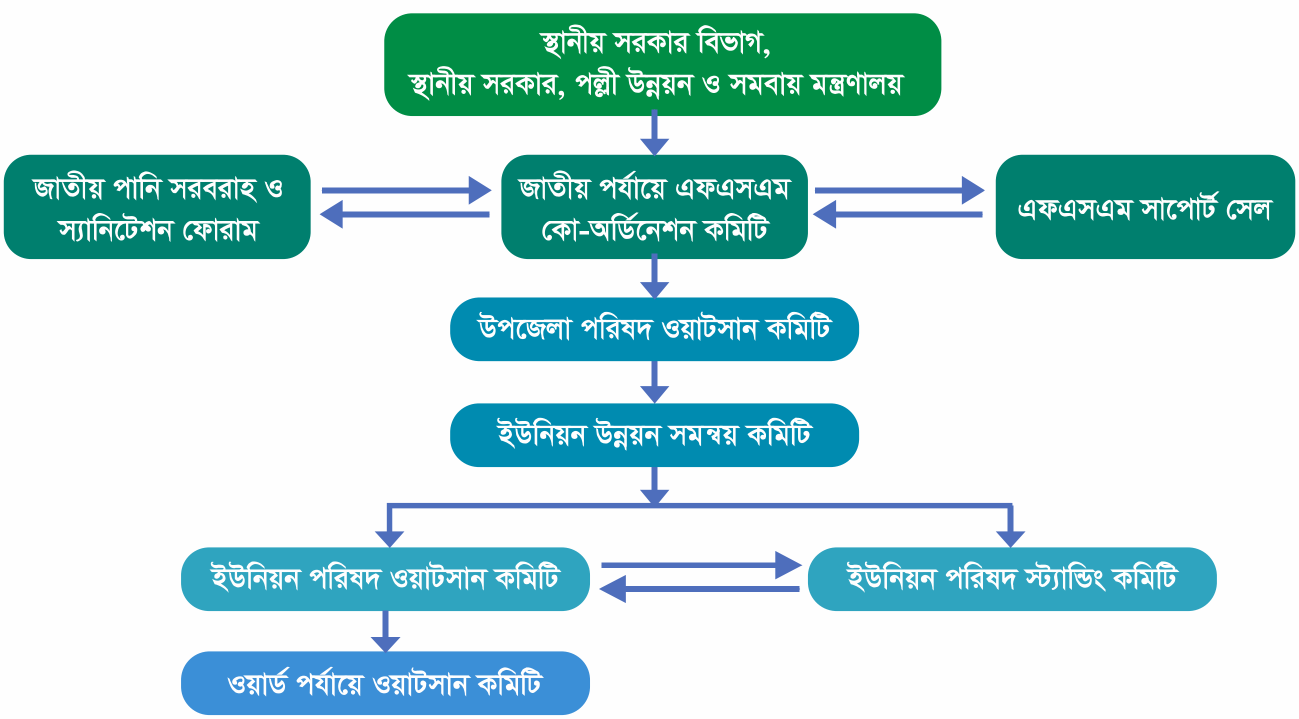

চিত্র ২: এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্ম-সম্পর্ক

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়গুলির সহায়তায় পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করবে:

১. স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়
২. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪. কৃষি মন্ত্রণালয়
৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৬. অর্থ মন্ত্রণালয়
৭. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১০. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১. তথ্য মন্ত্রণালয়
১২. শিল্প মন্ত্রণালয়
১৩. নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়
১৪. রেলপথ মন্ত্রণালয়
১৫. সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়
১৬. বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৭. ভূমি মন্ত্রণালয়
১৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৯. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২১. ধর্ম মন্ত্রণালয়
২২. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জাতীয় পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইনের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদিত পণ্যের (যেমন: কম্পোস্ট) গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ সহায়তা প্রদান করবে:

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ
- আইটিএন-বুয়েট, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
- ডিওই, ডিএই, বারি, বিআরআরআই, বিএআরসি, এসআরডিআই, আইইডিসিআর, আইসিডিডিআরবি, স্রেডা
- আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি)
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ
- আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা
- প্রাইভেট সেক্টর
- সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় নেটওয়ার্কসমূহ

পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারণা কার্যক্রম, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবসায়িক মডেলের প্রসার, কর্মদক্ষতা নিরীক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান এবং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করবে:

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ
- আন্তর্জাতিক/ দেশীয় বেসরকারি সংস্থা
- সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি)
- গণমাধ্যম (মুদ্রণ, ইলেক্ট্রনিক) এবং সামাজিক গণমাধ্যম
- প্রাইভেট সেক্টর
- জাতীয় পর্যায়ের নলেজ ও এ্যাডভোকেসি প্লাটফর্ম

২.২ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থা

স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত যে সকল ভবনে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই বা অপর্যাপ্ত রয়েছে, সেসব ভবন মালিককে স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদি পুনরায় নির্মাণ করার জন্য অথবা সেগুলোকে অযাচিত স্থান থেকে সরানোর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ নোটিশ প্রদান করবে। এছাড়াও, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির সঠিক নকশা তৈরি এবং নির্মাণের জন্য মিস্ত্রী, ঠিকাদার এবং অন্যান্যদের দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেবে। ইউনিয়ন পরিষদ এই কাজে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে পারবে। উপজেলা পরিষদের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদ ডিপিএইচই (প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহনের ক্ষেত্রে), আন্তর্জাতিক/ দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং প্রাইভেট সেক্টরের সাথে যৌথভাবে স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির সঠিক নকশা তৈরি এবং নির্মাণে স্থানীয় মিস্ত্রীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসুচি গ্রহণ করবে।

উপযোগী পরিবেশে, (যেমন যেখানে পর্যাপ্ত জায়গা আছে) ইউনিয়ন পরিষদ এবং ওয়ার্ড কমিটি টুইন পিট পোর-ফ্ল্যাশ ল্যাট্রিন (অথবা বিকল্প উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যা নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে) এর ব্যবহার উৎসাহিত করবে। এ ধরনের পদক্ষেপ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান প্রদানে সহযোগী হবে।

২.৩ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ

ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ওয়ার্ড কমিটি, ওয়াটসান কমিটি এবং উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে) এর সহায়তায় পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং নিশ্চিত করবে যেন মল-মূত্র/গৃহস্থালীর বর্জ্য রাস্তায় বা খোলা স্থানে না থাকে অথবা ড্রেন/খাল/নর্দমাতে ছাড়া না হয়। ইউপি আইন, ২০০৯ এর তফসিল ৫ (ধারা ৬, ১৯) অনুযায়ী এই কার্যকলাপসমূহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইউনিয়ন পরিষদসমূহ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা অথবা তাদের নিজস্ব রাজস্ব বাজেট বা অন্য কোন তহবিলের সহায়তায় নিরাপদ পদ্ধতিতে পিট হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার সেফটি গিয়ার এবং পাম্প (প্রয়োজন হলে) ক্রয় করবে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ নিরাপদে পিট/সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ/ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (যেমনঃ, জুতা, মুখোশ) এবং যন্ত্রপাতি (যেমনঃ পিট খালি করার উপযোগী পাম্প) সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড এবং ওয়াটসান কমিটির মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে, যদি সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/মাটি চাপা দেয়ার জন্য পরিবহণ করা হয়, তবে তা যেন খোলা অবস্থায় পরিবহণ করা না হয় এবং সেই সংগ্রহকৃত পয়ঃবর্জ্য খোলা জায়গায় বা জলাশয়ে বা বৃষ্টির পানির ড্রেনে কখনোই ফেলা না হয়।

ইউনিয়ন পরিষদসমূহ উন্নত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রচলিত উপায়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট পরিষ্কারকারী বা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের অথবা একক/দলগতভাবে এই সেবাদানে আগ্রহীদের (যেমন: এসএমই) একটি কর্মীদল গঠন করে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তার আওতাধীন এলাকায় অনিরাপদভাবে/অননুমোদিত স্থানে (উন্মুক্ত স্থান, জলাশয়, বৃষ্টির পানি প্রবাহের ড্রেন বা নর্দমা) পয়ঃবর্জ্য অপসারণের জন্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। সেইসাথে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহকারী ব্যক্তি/সংস্থা/ সমিতিকে লাইসেন্স প্রদানের একটি প্রক্রিয়া শুরু করবে। কোন ইউনিয়ন পরিষদ চাইলে তার আশপাশের ইউনিয়নেও পারস্পরিক চুক্তি মোতাবেক ধার্য সেবা ফি এর বিনিময়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ সেবা প্রদান করতে পারবে।

অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ থেকে যথাযথভাবে এবং নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তার ওয়ার্ড/ওয়াটসান কমিটিসমূহের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নিজস্ব এলাকায় অবস্থিত স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং সম্ভাব্য কতদিন পরপর সেগুলো খালি করতে হবে তার একটি তথ্যভাণ্ডার (ডাটাবেইজ) তৈরি করবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহ নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থার আওতায় থাকা সেবা গ্রহণকারী বসতবাড়ি/প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যভাণ্ডার তৈরি করবে।

২.৪ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা

পল্লী অঞ্চলে টুইন পিট পোর-ফ্ল্যাশ ল্যাট্রিন ব্যতিত অন্যান্য কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থার জন্য এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য ইউনিয়ন পরিষদ অনুমোদিত কোনো জমিতে বা ঘর-বাড়ির উঠানে গর্ত/পরিখা খনন করে ফেলতে হবে এবং গর্ত/পরিখা পয়ঃবর্জ্য দ্বারা ভরে গেলে তা কম্পোস্টিং এর জন্য মাটি দিয়ে যথাযথভাবে ঢেকে দিতে হবে। যদি পরিবহণ করা সম্ভব হয় ও ব্যয়বহুল না হয়, তাহলে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য নিকটবর্তী পরিশোধনাগারে (যেমনঃ নিকটস্থ ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) পরিবহণ করা যাবে, অথবা অন্য সম্পদে রূপান্তরের (যেমনঃ বায়োগ্যাস) কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২.৫ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পুনর্ব্যবহার

ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ওয়ার্ড কমিটি, ওয়াটসান কমিটি এবং উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এর সহায়তায় পয়ঃবর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম পরিদর্শন করবে এবং নিশ্চিত করবে যে, স্যানিটেশন ব্যাবস্থাদি থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ যথাযথভাবে করা হয় (যেমনঃ মাটি দিয়ে চাপা দেয়া), যাতে করে তা পরিবেশ দূষণ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি না হয়। পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য ইউনিয়ন পরিষদ অনুমোদিত কোনো জমিতে বা ঘর-বাড়ির উঠানে গর্ত/পরিখা খনন করে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ প্রাইভেট সেক্টর/বেসরকারি খাতকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করতে পারে।

পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি তৈরি হয়) ব্যবহার বা বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদসমূহ জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

২.৬ দক্ষতা বৃদ্ধি (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং)

২.৬.১ জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

জাতীয় পর্যায়ে এই সেক্টরের পেশাজীবিদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হবে:

১। এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে মাঠ পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় মান/নির্দেশিকা তৈরি করা হবে। এই নির্দেশিকাটি সম্পূর্ন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইনের জন্য তৈরি হবে যা বিভিন্ন নীতিমালা, আইন (যেমনঃ পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা, ১৯৯৭) এবং কোড (যেমন: বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড) এর আলোকে গঠিত হবে। নির্দেশিকাটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকবেঃ

- নতুন এবং বিদ্যমান/নির্মিত ভবনগুলিতে স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির (টুইন পিট ল্যাট্রিন এবং অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থা) যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ;
- যান্ত্রিক ও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট খালিকরণ;
- নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য পরিবহণ (যদি প্রয়োজন হয়);
- পয়ঃবর্জ্য/বর্জ্যপানি/আবর্জনা নিরাপদে মাটি চাপা দেয়া/অপসারণ;
- পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন অবকাঠামো (যেমনঃ বিকেন্দ্রীভূত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা/DEWATS) নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি;
- পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মান নির্ধারণ/নিয়ন্ত্রণ; এবং
- পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ, কম্পোস্ট/জৈবসারের ব্যবহার/বিক্রয় কাজের জন্য লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে প্রোটোকল নির্ধারণ।

এই নির্দেশিকাটিতে বিভিন্ন হাইড্রো-জিওলজিকাল (hydro-geological) এলাকায় এবং দুর্গম অঞ্চলে সমাধান হিসাবে উপযুক্ত বিকল্পগুলির পাশাপাশি এই সকল অঞ্চলে জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনা করে বিভিন্ন পরামর্শ থাকবে। স্থানীয় সরকার পল্লী, উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য এই জাতীয় মান/নির্দেশিকাটি তৈরির কাজ শুরু করবে। এক্ষেত্রে তারা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেঃ

- আইটিএন-বুয়েট, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
- আরডিএ, বারি, বিআরআরআই, বিএআরসি, এসআরডিআই, আইইডিসিআর, আইসিডিডিআরবি, স্রেডা
- আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
  (যেমনঃ স্যানডেক, ইওয়াগ, ডাব্লিউইডিসি, এআইটি, আইএইচই, আইইডাব্লিউএমআই)
- পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ
- আন্তর্জাতিক/ জাতীয় বেসরকারি সংস্থা
- প্রাইভেট সেক্টর

২। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইনের সকল দিক বিবেচনা করে এবং জাতীয় মান/নির্দেশিকাটির উপর ভিত্তি করে পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হবে। এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রস্তুতকালে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ সংস্থা, প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাত নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের পাশাপাশি পরস্পরকে সকল ধরণের সহযোগিতা করবে।

৩। নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের বিশেষজ্ঞ/প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য ইউনিয়ন পরিষদসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানে বিশেষজ্ঞ যে কোন প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ কারিগরি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র) এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করবে।

৪। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কার্যকরভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটিসমূহ গঠন/সংস্কার/শক্তিশালীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করা ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থাসমূহকে (যেমনঃ আইটিএন-বুয়েট, কারিগরি ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ) প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৬। গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় আচরণগত পরিবর্তন ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা হবে। এই জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ে ভাল দৃষ্টান্তসমূহ (যদি থাকে) পর্যালোচনা করা এবং উপযুক্ততা সাপেক্ষে তা স্কেল-আপ করা যেতে পারে।

৭। ইউনিয়নসমূহে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি দরিদ্র বান্ধব শুল্ক (ট্যারিফ) কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে "ইউনিয়নসমূহে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সেবাপ্রদান মডেল ও শুল্ক (ট্যারিফ) নির্ধারণকল্পে গবেষণা" পরিচালনা করা হবে। গবেষণাটি আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

৮। "ইউনিয়নসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের ব্যবসায়িক মডেল তৈরি" শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করা হবে। গবেষণাটি আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

৯। "ইউনিয়নসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা। গবেষণাটি আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১০। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি-প্রণয়ণ সংলাপ (পলিসি ডায়লগ) এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি পয়ঃবর্জ্য সেবা চেইন ও ভ্যালু চেইনের পরিকল্পনা তৈরি করা, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী এবং পল্লী অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিতদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার নিমিত্তে জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ (gender transformative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

২.৬.২ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা/ইউনিয়নে কর্মরত বিশেষজ্ঞরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ, যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারকারী পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অপারেটর (যেখানে প্রযোজ্য) ও পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য হতে উৎপাদিত পণ্য প্রস্তুতকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট উপবিধী অনুসরণ/প্রয়োগ করে এবং যথাযথ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অথবা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিতে পারবে বা রাজস্ব বাজেট হতেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে। জাতীয় পর্যায়ের গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজন ও উপস্থিতির ভিত্তিতে পয়ঃবর্জ্যের খালিকরণ ও পরিবহণ সেবা গ্রহণকারীদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ একটি শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ করবে। এছাড়াও, জাতীয় স্তরের গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) ব্যবসায়িক মডেল প্রস্তুত করবে।

২.৭ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

স্থানীয়/জাতীয়/আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও), মিডিয়া (মুদ্রণ, ইলেক্ট্রনিক ও সামাজিক), সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও) সমূহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা এবং বেসরকারি খাতসহ এই ব্যবস্থাপনার মূল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে সরকারি মন্ত্রণালয় ও সংস্থা (ডিপিএইচই, এলজিইডি, আরডিএ, এনআইএলজি), গবেষণা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে অধিক আগ্রহী করতে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ (WASH) সম্পর্কিত সমস্ত জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচ্ছন্নতাসহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শিক্ষাদান ও সচেতনতা তৈরি করা।

- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অডিও-ভিজুয়্যাল তৈরি এবং প্রচার করা। তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদান করবে। এই উদ্দেশ্যে সামাজিক গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্মও ব্যবহার করা যেতে পারে।

- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নকারী, পেশাজীবি, সেবা প্রদানকারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য বাংলাদেশে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনুকরণীয় ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রচার করা। এর পাশাপাশি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা বৃদ্ধির (বিসিসি/আইইসি) উপকরণসমূহ তৈরি ও বিতরণ করা।

- ওয়ার্ড কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটিসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে এবং উপজেলা কমিটির সহায়তায় স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির যথাযথ ব্যবস্থাপনায় সবার দায়িত্ব, অস্বাস্থ্যকরভাবে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পিট খালি করার ক্ষতিকর প্রভাব এবং নিরাপদ কন্টেইনমেন্ট, পিটখালিকরণ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিকল্প প্রযুক্তিসমূহের লভ্যতা (যেমনঃ টুইন অফ-সেট পিট পোর ফ্লাশ ল্যাট্রিন এবং অন্যান্য উপযুক্ত বিকল্প, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, পাম্প ইত্যাদি) সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারনা চালাবে। উপজেলা পরিষদের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদ ডিপিএইচই (প্রাথমিকভাবে কারিগরি সহায়তা), আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং প্রাইভেট সেক্টরের সাথে যৌথভাবে এই সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে পারে।

- ওয়ার্ড কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটিসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে এবং উপজেলা কমিটির সহায়তায় পয়ঃবর্জ্য থেকে সম্পদ আহরণ (যেমনঃ কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস) এবং সম্ভাব্য সম্পদ আহরণের উপায়/প্রোটোকলসমূহের সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা পরিচালনা করবে। উপজেলা পরিষদের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদ ডিপিএইচই (প্রাথমিকভাবে কারিগরি সহায়তার জন্য), আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং প্রাইভেট সেক্টরের সাথে যৌথভাবে এ ধরণের সচেতনতামূলক প্রচারণা পরিচালনা করতে পারবে।

- উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ভোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা ও এর ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২.৮ প্রযুক্তিগত সহায়তা

যেসব উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে, সেখানে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ এ ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত বিষয়ে সহযোগিতার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ তার সহযোগী সংস্থাসমূহ, যেমনঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থার (আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা) মাধ্যমে প্রয়োজন সাপেক্ষে এ ধরণের সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করবে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি মান/নির্দেশিকা তৈরি করা হবে এবং এর পাশাপাশি প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক মডেল সম্পর্কিত গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হবে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ এ সকল গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে নিজস্ব মান/নির্দেশিকা তৈরি করবে।

২.৯ তহবিল সংগ্রহ/আর্থিক সহায়তা

এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি জাতীয় পর্যায়ে এফএসএম সাপোর্ট সেল, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করবে, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়াও, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তাদের বার্ষিক রাজস্ব খাত থেকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে।

৩ জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেবাপ্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনাটিতে মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মসূচি সুবিধাজনক ভাবে পরিচালনা করার জন্য উপজেলা ও ইউনিয়নসমূহকে সহায়তা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। টেবিল ৩-এ পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৩: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নে পল্লী অঞ্চলের জন্য জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল											
			২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
১	জাতীয় পর্যায়ে এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: ডিপিএইচই, এলজিইডি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডার												
২	জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটির যথার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নিম্নোলিখিত দায়িত্ব পালনে সমন্বিত করবেঃ ক) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সকল ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করা খ) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গ) সচেতনতা বৃদ্ধি এই কমিটি পৃথক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনে স্বতন্ত্রশাখা (উইংস) নিয়োগ করতে পারবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডার												
৩	এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: ডিপিএইচই, এলজিইডি, আরডিএ, এনআইএলজি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডার												

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল											
			২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
৪	এফএসএম সাপোর্ট সেলের কার্যক্রম চলমান রাখা এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সভায় ইউনিয়ন পর্যায়ের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থাঃ ডিপিএইচই সহযোগী সংস্থাসমূহঃ এলজিডি, এলজিইডি, আরডিএ, এনআইএলজি এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার												
৫	স্থানীয় সরকার পর্যায়ে কমিটি গঠন/সংস্কার/শক্তিশালীকরণের জন্য সরকার কর্তৃক অফিস আদেশ জারি করা হবেঃ ● ইউনিয়ন পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটি এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটি গঠন/সংস্কার/শক্তিশালীকরণ করা হবে। উপজেলা পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটি ইউনিয়ন পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানে দায়বদ্ধ থাকবে; এবং ডিপিএইচই কে এফএসএম সংক্রান্ত উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে। ● ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটির প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে ইউনিয়ন পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটি গঠন/সংস্কার/শক্তিশালীকরণ করা হবে। উক্ত কমিটি, ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটিসমূহের মধ্যে সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। ● ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটি গঠন/সংস্কার/শক্তিশালীকরণ করা হবে যাতে করে ইউনিয়ন পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটিকে ওয়ার্ড পর্যায়ে এফএসএম বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে সহায়তা করতে পারে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান												
৬	এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে ওয়াটসান কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থাঃ এলজিডি সহযোগী সংস্থাসমূহঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ডিপিএইচই, আরডিএ, এনআইএলজি												

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল											
			২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
৭	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তহবিল ও সম্পদের ব্যবহার পরিকল্পনার (রিসোর্স মবিলাইজেশন প্ল্যানিং) ভিত্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্য বিনিময় এবং এর প্রচারের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ উদ্যোগের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করবে ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা, ইউনিয়ন এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: ডিপিএইচই, এলজিইডি, আরডিএ, এনআইএলজি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান												
৮	এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় মান/নির্দেশিকা তৈরি করাঃ এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে মাঠ পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এই জাতীয় মান/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: ডিপিএইচই, পরিবেশ অধিদপ্তর, আইটিএন-বুয়েট, এফ এস এম নেটওয়ার্ক												
৯	পল্লী অঞ্চলের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি স্থাপনের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক উপকরণ তৈরি ও প্রচার করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: আইটিএন-বুয়েট সহযোগী সংস্থাসমূহ: আরডিএ, ডিপিএইচই, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার												
১০	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের (ডিপিএইচই, এলজিইডি, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কর্মকর্তা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান) দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: শ্রম বিভাগ, আইটিএন-বুয়েট, ডিপিএইচই, আরডিএ, এনআইএলজি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার												

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল											
			২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
১১	পল্লী অঞ্চলের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয়বস্তু চিহ্নিত করা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।	ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি/ এফএসএম সাপোর্ট সেল/আইটিএন-বুয়েট/ একাডেমিয়া এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, সহযোগী সংস্থা												
১২	পল্লী অঞ্চলের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচী/অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।	এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়												
১৩	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল তৈরি এবং প্রচার করা।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ তথ্য মন্ত্রণালয়, মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া												
১৪	শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংবলিত আচরণ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত এবং প্রচার করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থাঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়												
১৫	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন সংলাপ (পলিসি ডায়ালগ) এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি সেবা চেইন ও ভ্যালু চেইন পর্যবেক্ষণ এবং পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে নারী এবং সুবিধাবঞ্চিতদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার নিমিত্তে জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ (gender transformative) পদ্ধতি অনুসরণ করা।	এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়												
১৬	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার শিক্ষনীয় এবং ভাল দৃষ্টান্তগুলো সংকলন করা এবং সেগুলো সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ও পেশাজীবিদের মধ্যে বিতরন করা।	এলজিডি, ডিপিএইচই, এলজিইডি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, আরডিএ, এনআইএলজি, আইটিএন-বুয়েট, এফএসএম নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার												

৪ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা

উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা ও ইউনিয়নসমূহের দায়িত্বগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টেবিল ৪ ও টেবিল ৫ এ দুইটি ক্লাস্টারে বিভক্ত পল্লী অঞ্চলের উপজেলা ও ইউনিয়নসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৪: পৌরসভা নয় এরূপ শহর সদৃশ এলাকা ও গ্রোথ সেন্টারের (ক্লাস্টার এ) জন্য কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
১	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটি/স্ট্যান্ডিং কমিটি, উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন/সংস্কার/শক্তিশালীকরণ।								
২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে আরডিএ, এনআইএলজি, ডিপিএইচই, এলজিইডি, আইটিএন-বুয়েট, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক ইত্যাদির সহায়তায় উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটিসমূহ, স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি/অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ।								
৩	ইউনিয়নের আওতাধীন এলাকায় সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের এবং সেগুলো থেকে কতদিন পরপর এবং কিভাবে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ হয় তার একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।								
৪	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অফ-সেট টুইন পিট পোর ফ্ল্যাশ ল্যাট্রিন এবং অন্যান্য স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ নির্মাণে সক্ষম মিস্ত্রী এবং স্থানীয় স্যানিটেশন উদ্যোক্তাদের কর্মীদল গঠন করা।								
৫	আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সনাতন/প্রচলিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারে সক্ষম কর্মীবাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা।								
৬	ইউনিয়নসমূহে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ/ব্যবস্থাপনার সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করে উপবিধি প্রস্তুত, অনুমোদন এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।								
৭	অনিরাপদ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদি এবং অবৈধ উপায়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিষেধাজ্ঞা/শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদন ও প্রয়োগ করাঃ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে ইউনিয়নসমূহ নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে।								
৮	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত না টুইন পিট ল্যাট্রিন/উপযুক্ত বিকল্প স্যানিটেশন এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়, ততদিন পর্যন্ত নির্ধারিত কোন জমি/এলাকাতে গর্ত বা পরিখা খনন করে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা করা।								

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
৯	দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারদের টুইন পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ/উপযুক্ত বিকল্প স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।								
১০	বিকেন্দ্রীভূত/এলাকাভিত্তিক পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, ডিওয়াটস (DEWATS) স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফিজিবিলিটি স্টাডি) পরিচালনা করা।								
১১	মন্ত্রণালয়/অন্যান্য দাতা সংস্থার নিকট হতে যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন/যন্ত্রাদি ক্রয় এবং বিল্ডিং অথবা ঘনবসতিপূর্ণ বাণিজ্যিক জায়গায় ডিওয়াটস (DEWATS)/বিকেন্দ্রীভূত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণের জন্য সহায়তা গ্রহণ করা।								
১২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, খালিকরণ ও পরিবহণ যন্ত্রাদি (পিট খালিকরণ যানবাহন ইত্যাদি) ক্রয় করা এবং ডিওয়াটস (DEWATS)/ বিকেন্দ্রীভূত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা।								
১৩	জাতীয় স্তরে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশ অনুসারে সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য কন্টেইনমেন্ট (টুইন পিট ল্যাট্রিন ব্যতীত) রয়েছে এমন গ্রাহকদের জন্য পিট খালিকরণ এবং পরিবহণ সেবার জন্য (টুইন পিট ল্যাট্রিন ব্যতীত) শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ করা।								
১৪	ইউনিয়ন পরিষদে এফএসএম সেবার জন্য একটি "ব্যবসায়িক মডেল" প্রণয়নঃ ইউনিয়ন পরিষদ জাতীয় স্তরের গবেষণার সুপারিশ অনুসারে এফএসএম সেবার জন্য একটি ব্যবসায়িক মডেল গ্রহণ করবে।								
১৫	এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব খাত থেকে বাজেট বরাদ্দের জন্য মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন চাওয়া।								
১৬	ইউনিয়ন পরিষদ এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য তাদের বার্ষিক বাজেটে পৃথক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি/প্রবর্তন করা।								
১৭	নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যাবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি পরিচালনা করা।								
১৮	ডিওয়াটস (DEWATS)/পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিশোধন ব্যবস্থা/প্রযুক্তির পরিবর্তন বা উন্নয়ন সাধনের জন্য মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের থেকে সাহায্যের আবেদন।								

টেবিল ৫: অন্যান্য পল্লী অঞ্চলসমূহের (ক্লাস্টার বি) জন্য কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
১	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটি/স্ট্যান্ডিং কমিটি, উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন/সংস্কার/শক্তিশালীকরণ।								
২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে আরডিএ, এনআইএলজি, ডিপিএইচই, এলজিইডি, আইটিএন-বুয়েট, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক ইত্যাদির সহায়তায় উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটিসমূহ, স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি/অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ।								
৩	ইউনিয়নের আওতাধীন এলাকায় সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের এবং তা থেকে কতদিন পরপর পয়ঃবর্জ্য অপসারণ হয় তার একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।								
৪	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অফ-সেট টুইন পিট পোর ফ্ল্যাশ ল্যাট্রিন এবং অন্যান্য স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ নির্মাণে সক্ষম মিস্ত্রী এবং স্থানীয় স্যানিটেশন উদ্যোক্তাদের কর্মীদল গঠন করা।								
৫	আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সনাতন/প্রচলিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারে সক্ষম কর্মীবাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা।								
৬	ইউনিয়নসমূহে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ/ব্যবস্থাপনার সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করে উপবিধি প্রস্তুত, অনুমোদন এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।								
৭	অনিরাপদ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদি (সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট) এবং অবৈধ উপায়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিষেধাজ্ঞা/শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদন ও প্রয়োগ করা। স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমন: সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে ইউনিয়নসমূহ নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে।								
৮	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত না টুইন পিট ল্যাট্রিন/উপযুক্ত বিকল্প স্যানিটেশন এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়, ততদিন পর্যন্ত নির্ধারিত কোন জমি/এলাকাতে গর্ত বা পরিখা খনন করে পয়ঃবর্জ্য অপসারনের ব্যবস্থা করা।								
৯	দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারদের টুইন পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ/উপযুক্ত বিকল্প স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।								
১০	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, খালিকরন (যেমনঃ পাম্প) ও পরিবহণ যন্ত্রাদি (কনটেইনার সহ ছোট ভ্যান গাড়ি) ক্রয় করা।								
১১	জাতীয় স্তরে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশ অনুসারে সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য কন্টেইনমেন্ট (টুইন পিট ল্যাট্রিন ব্যতীত) রয়েছে এমন গ্রাহকদের জন্য পিট খালিকরন এবং পরিবহণ সেবার জন্য (টুইন পিট ল্যাট্রিন ব্যতীত) শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ করা।								

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
১২	এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব খাত থেকে বাজেট বরাদ্দের জন্য মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন চাওয়া।								
১৩	ইউনিয়ন পরিষদ এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য তাদের বার্ষিক বাজেটে পৃথক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি/প্রবর্তন করবে।								
১৪	নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি পরিচালনা করা।								

৫ সম্ভাব্য বাজেট

২০৩০ সালের মধ্যে সকল পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন এবং এই সেবা কার্যক্রমকে চলমান রাখতে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সর্বাত্মক সহযোগিতা আবশ্যক। এই কাঠামোটি বাস্তবায়নে জাতীয় এবং উপজেলা/ইউনিয়ন উভয় পর্যায়ে আলাদা আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। সময়ের সাথে কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এই আর্থিক চাহিদা নির্ণীত হবে এবং এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সামগ্রিক অগ্রগতি সাপেক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হতে পারে। এখানে খসড়া হিসাবের ভিত্তিতে একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি কর্মপরিকল্পনাটিতে প্রস্তাবিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা মূল্যায়ন/সংশোধন করা প্রয়োজন হতে পারে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় ও উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ের এই সম্ভাব্য বাজেটটিতে মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করা হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫.১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট

জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার জন্য প্রথম তিন বছরের (২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত) সম্ভাব্য বাজেট প্রাক্কলন/বরাদ্দ করা হয়েছে যা টেবিল ৬ এ দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মেগাসিটি ঢাকা, সিটি করপোরেশন সহ পৌরসভা ও পল্লী অঞ্চলের যে সমস্ত কাজ একই ধরনের (যেমন: এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি মিটিং/সভা/জাতীয় সম্মেলন ইত্যাদি) তার দ্বৈততা নিরসনকল্পে চারটি কর্মপরিকল্পনার একটিতে বিবেচনা করা হয়েছে। এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রয়োজন সাপেক্ষে উক্ত বাজেট পর্যালোচনা ও সংশোধন করবে এবং তদানুযায়ী কর্মসূচী পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা পরবর্তী বছরগুলিতে পরিবর্তিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে।

টেবিল ৬: ২০১৯-২০২১ সালে জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম এর জন্য সম্ভাব্য বাজেট

ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	একক	একক হার (টাকা)	সংখ্যা	মোট খরচ (টাকা)
ক)	**সভা ও দক্ষতা বৃদ্ধি**				
১	পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় মান/ নির্দেশিকা প্রণয়ন	থোক	১০,০০০,০০০	-	১০,০০০,০০০
২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক উপকরণ তৈরি এবং প্রচার/বিতরণ	বাৎসরিক	১০,০০০,০০০	৩	৩০,০০০,০০০
৩	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহের (ডিপিএইচই, এলজিইডি, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাবৃন্দ, মিস্ত্রী, স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, পিট পরিষ্কারকারী, এফএসএম পরিষেবা প্রদানকারী) দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	উপজেলা প্রতি	১,০০০,০০০	৪৯২	৪৯২,০০০,০০০
	উপ-মোট (সভা ও দক্ষতা বৃদ্ধি)				**৫৩২,০০০,০০০**
খ)	**গবেষণা ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন**				
৪	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ক বার্তা প্রদান ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা, স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির উন্নয়ন এবং মান নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সেবাপ্রদান মডেল ও শুল্ক (ট্যারিফ) নির্ধারণকল্পে গবেষণা, ব্যবসায়িক মডেল তৈরি, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ইত্যাদি।	থোক	৬১,০০০,০০০	১	৬১,০০০,০০০
	উপ-মোট (গবেষণা ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন)				**৬১,০০০,০০০**
গ)	**সচেতনতাবৃদ্ধি, প্রচারণা এবং লার্নিং শেয়ারিং**				
৫	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচী/অনুষ্ঠান আয়োজন করা	বাৎসরিক	৫,০০০,০০০	৩	১৫,০০০,০০০
৬	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার শিক্ষনীয় এবং ভাল দৃষ্টান্তগুলো সংকলন করা এবং সেগুলো সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ও পেশাজীবিদের মধ্যে বিতরণ করা।	বাৎসরিক	৫,০০০,০০০	৩	১৫,০০০,০০০
৭	**উপ-মোট (সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচারণা এবং লার্নিং শেয়ারিং)**				**৩০,০০০,০০০**
	মোট (প্রথম ৩ বছরের জন্য : ২০১৯-২০২১)				**৬২৩,০০০,০০০**

৫.২ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট

খুলনা জেলার আওতাধীন উপজেলা ও ইউনিয়নগুলির জন্য উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৯ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময়কালীন একটি সম্ভাব্য বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে (টেবিল ৭ দ্রষ্টব্য)। তবে পল্লী অঞ্চলের জন্য বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে এটি একটি টেম্পলেট হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহ এই টেমপ্লেটটি অনুসরণ করে এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য বাজেট তৈরি করতে পারে।

খুলনা জেলার অন্তর্গত উপজেলা ও ইউনিয়নগুলির সম্ভাব্য বাজেটের জন্য, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছেঃ
খুলনা জেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং দুইটি পৌরসভা (পাইকগাছা ও চালনা) এর আওতাভুক্ত থানাসমূহ বাদে পল্লী অঞ্চলে মোট পরিবার সংখ্যা ৩৮২,৬২৪ টি (সূত্রঃ শুমারী, ২০১১)। এসব পল্লী অঞ্চলের আওতায় সর্বমোট ৬৯টি ইউনিয়ন এর মধ্যে ৮টি কে ক্লাস্টার “এ”-এর মধ্যে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক স্থাপনার ঘনত্ব অন্যান্য পল্লী অঞ্চলের (ক্লাস্টার “বি”) থেকে বেশি ধারণা করা হচ্ছে। সুতরাং, খুলনা জেলায় ৮টি ইউনিয়ন ক্লাস্টার “এ” এবং ৬১টি ইউনিয়ন ক্লাস্টার “বি”তে রয়েছে।

হাউজহোল্ড, ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (এইচআইইএস) রিপোর্ট (২০১৬) অনুযায়ী, খুলনা জেলায় “উচ্চতর দারিদ্র্যসীমা”[1]-এর নিচে জনসংখ্যা হল ৩০.৮%, যাদের জন্য ল্যাট্রিন তৈরি বাবদ এই সম্ভাব্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

টেবিল ৭: খুলনা জেলার সকল ইউনিয়নে এফএসএম বাস্তবায়নের এবং অবকাঠামোগত প্রয়োজনের জন্য সম্ভাব্য বাজেট

ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	উপজেলা/ইউনিয়ন সংখ্যা	একক	একক হার (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)
১	**ডি-স্লাজিং ট্রাক/ যন্ত্রপাতি (৫০০ লিটার, ১,০০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এবং পোর্টেবল/সহজে বহন উপযোগী)**				
	অনুমিতিঃ উপজেলা পর্যায়েঃ ৫০০ লিটার ধারণক্ষমতা = ৩০ লাখ টাকা ১,০০০ লিটার ধারণক্ষমতা = ৫০ লাখ টাকা মোট = ৮০ লাখ টাকা প্রতি উপজেলায়				
	উপজেলা পর্যায়ে ১টি ৫০০ লিঃ এবং ১টি ১,০০০লিঃ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ডিস্লাজিং ট্রাক	৮	প্রতি উপজেলা	৮,০০০,০০০	৬৪,০০০,০০০
	অনুমিতিঃ ইউনিয়ন পর্যায়েঃ ভ্যান এবং কন্টেইনার এর সাথে পোর্টেবল যান্ত্রিক ডিস্লাজিং যন্ত্রাদি = ১০ লাখ টাকা				
	ক্লাস্টার এ (৮ টি ইউনিয়ন) @ ২টি পোর্টেবল যান্ত্রিক ডিস্লাজিং যন্ত্রাদি	৮	প্রতি ইউনিয়ন	১,০০০,০০০	১৬,০০০,০০০
	ক্লাস্টার বি (৬১ টি ইউনিয়ন) @ ২টি পোর্টেবল যান্ত্রিক ডিস্লাজিং যন্ত্রাদি	৬১	প্রতি ইউনিয়ন	১,০০০,০০০	১২২,০০০,০০০
	উপ-মোট				**২০২,০০০,০০০**
২	**অফ-সেট টুইন পিট পোর ফ্ল্যাশ ল্যাট্রিন**				
	অনুমিতিঃ ৩০.৮% জনসংখ্যা যারা “উচ্চতর দারিদ্র্য সীমারেখা” এর নিচে বসবাস করে তারা ল্যাট্রিন তৈরির জন্য পরিবার প্রতি ৩,০০০ টাকা করে সাহায্য পাবে।				
	মোট পরিবার = ৩৮২,৬২৪ “উচ্চতর দারিদ্র্য সীমারেখা”র নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহে ল্যাট্রিন নির্মাণে সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ব্যয় = [৩৮২, ৬২৪*০.৩০৮*৩,০০০]				**৩৫৩,৫৪৪,৫৭৬**
	উপ-মোট				**৩৫৩,৫৪৪,৫৭৬**

[1] উচ্চতর দারিদ্র্য সীমারেখা: সেই পরিবারগুলি যাদের খাদ্য ব্যয় খাদ্য দারিদ্র্যসীমার স্তরে রয়েছে।

ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	উপজেলা/ইউনিয়ন সংখ্যা	একক	একক হার (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)
৩	**ক্লাস্টার এ ইউনিয়নসমূহের ৮টি উপজেলায় ডিওয়াটস (DEWATS) ও ছোট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ**				
	অনুমিতিঃ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন প্রবর্তনের জন্য ১টি ডিওয়াটস (DEWATS)(২,০০০,০০০ টাকা) এবং ১টি ছোট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (৫,০০০,০০০ টাকা) নির্মাণ; ইউনিয়ন প্রতি মোট ৭,০০০,০০০ টাকা।				
	১টি ডিওয়াটস (DEWATS) ও ১টি ছোট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার	৮	সংখ্যা	৭,০০০,০০০	৫৬,০০০,০০০
	উপ-মোট				**৫৬,০০০,০০০**
৪	**স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নতকরণ, পর্যবেক্ষণ এবং অতিরিক্ত সরঞ্জাম সরবরাহ**				
	অনুমিতিঃ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মিস্ত্রীদের যথাযথ ডিজাইন অনুযায়ী স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি নির্মাণ/উন্নয়ন এবং ওয়াটসান কমিটির সদস্যদের নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষনে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ				
	ক্লাস্টার এ	৮	প্রতি ইউনিয়ন	৫০০,০০০	৪০,০০,০০০
	ক্লাস্টার বি	৬১	প্রতি ইউনিয়ন	৫০০,০০০	৩০,৫০০,০০০
	উপ-মোট				**৩৪,৫০০,০০০**
৫	**দক্ষতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, যোগাযোগ এবং অন্যান্য উপকরণ**				
	অনুমিতিঃ (এটি একটি গড় অনুমান, যা ইউনিয়নের জনসংখ্যার আকারের ভিত্তিতে সংশোধন করা যেতে পারে)				
	ইউনিয়ন	৬৯	সংখ্যা	১,০০০,০০০	৬৯,০০০,০০০
	উপ-মোট				**৬৯,০০০,০০০**
	সর্বমোট (ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায়)				**৭১৫,০৪৪,৫৭৬**

অনুরূপ ফরম্যাট/টেম্পলেট অনুসরণ করে, দেশের ৬৪ জেলার পল্লী অঞ্চলের উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনার জন্য সম্ভাব্য বাজেট তৈরি করা হয়েছে। এই সম্ভাব্য বাজেটগুলো স্থানীয় সরকার বিভাগে পাওয়া যাবে।

৬৪ টি জেলায় ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম-এর জন্য মোট সম্ভাব্য বাজেট = ৪৫,৭৬২,৮৫২,৮৬৪ টাকা।